

শুরুর আগে

আরিফ আজাদ

২০১৩ সালের শেষের দিকে হঠাৎ করে কমিউনিটি ব্লগগুলো বাংলা অন্তর্জালে বেশ পরিচিতি পাওয়া শুরু করে। অসংখ্য মানুষ নিজেদের শখের লেখালেখি আর সময় কাটানোর মাধ্যম হিসেবে ওই সকল ব্লগে যুক্ত হয়। বলা বাহুল্য—সুযোগটাকে লুফে নেয় বাংলার তথাকথিত নাস্তিক-মহল এবং দিনরাত তারা সেখানে ইসলামের নানান অনুষ্ণা, বিধি-বিধান, আল্লাহ-নবি-রাসুল নিয়ে কটুক্তি, মিথ্যাচার আর প্রোপাগান্ডা চালাতে শুরু করে।

ওই সময়টায় নাস্তিকরা যতটা সাড়ম্বরে ব্লগের জগতে আসে, চিন্তাশীল মুসলিমদের পদচারণা ছিল ঠিক ততটাই মৃদু। যেহেতু মুসলিমদের তরফ থেকে প্রতি-উত্তর আসছিল না, ফলে ব্লগগুলোতে তখন একাধিপত্যই বিরাজ করছিল।

এরপর, একসময় তৈরি হলো সদালাপ ব্লগ। আমার মনে পড়ে—ওই সময়ে নাস্তিক ব্লগারদের যাবতীয় মিথ্যাচার আর অপবাদের জবাব আসতো সদালাপ ব্লগ থেকেই। শুধু জবাব-ই নয়, পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হতো নাস্তিকদের। সদালাপ ব্লগের ওই সময়কার অনেক ভাইকে আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। সরওয়ার ভাই, আবদুল্লাহ সাদ্দিক খান ভাই, শাহবাজ নজরুল ভাই, রায়হান ভাই, শামস ভাই, সাদাত ভাই, মুনিম সিদ্দীকী ভাই-সহ ছদ্মনামের আঁড়ালে আরো অনেক ভাই তখন নাস্তিকদের বিরুদ্ধে শক্ত জবাব নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আল্লাহ যেন ভাইগুলোকে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

২০১৫-র শেষ দিক থেকেই মুশফিকুর রহমান মিনার ভাই এমন একটি ওয়েবসাইটের পরিকল্পনা করেন যা হবে নাস্তিক্যবাদী সকল ব্লগের। এক ওয়েবসাইটের মাঝেই থাকবে ইসলামবিরোধীদের সকল অপপ্রচারের জবাব। ২০১৬ সাল থেকে এই সাইটের জন্য প্রবন্ধ লেখা ও সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। সে সময়ে প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাজ্জীর রাহিমাতুল্লাহর কাছেও এই ওয়েবসাইটের পরিকল্পনা জানানো হয়েছিল। তিনি সব শূনে এ জন্য সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটি নিয়ে কাজের জন্য তার সাথে দেখা করবার মাত্র ২ দিন আগে তিনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন।

এরপরেও অব্যাহত ছিল ওয়েবসাইটের কাজ। অবশেষে ২০১৮ সালে আলোর মুখ দেখতে পায় ‘ইসলামবিরোধীদের জবাব—Response To Anti-Islam’ (www.response-to-anti-islam.com)। নাস্তিকদের উত্থাপিত যাবতীয় প্রশ্ন, অভিযোগ-আপত্তির জবাব সংবলিত সবিস্তার প্রবন্ধ রয়েছে এই ওয়েবসাইটে। অনেক লেখক এবং কলা-কুশলীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সমৃদ্ধ এই সাইট। এই সাইটের জন্য তৈরি করা হয়েছে Android এবং iOS অ্যাপ। ফলে যে কেউ খুব সহজেই নিজ মোবাইল ফোনে অ্যাপ ডাউনলোড করে লেখাগুলো পড়ে ফেলতে পারেন।

প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই লেখাগুলো অনলাইন-অফলাইন সর্বত্র ব্যাপক প্রচার হওয়া দরকার। সেই ভাবনা থেকেই ওয়েবসাইটের বাছাইকৃত সেরা লেখাগুলোর একটি সংকলন বের করা হয় *জবাব* নামে। *জবাব* বইটি পাঠকমহলে তুমুল জনপ্রিয় হয়—আলহামদুলিল্লাহ। ইসলামের যেসব বিষয়ে অবাস্তুর সব প্রশ্ন তোলা হয়, মুসলিম হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই সেসব বিষয়ে সম্যক অবগত থাকা উচিত। পাঠকদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণে তাই এবার আমরা হাজির হয়েছি ইসলামবিরোধীদের বিপক্ষে দুর্দান্ত সব রচনার সংকলন *জবাব ২* নিয়ে। জবাবের মতো *জবাব ২*-ও পাঠকপ্রিয় হবে, ইনশাআল্লাহ।

অনেক লেখকের সমন্বিত প্রচেষ্টার সমষ্টি এই *জবাব* সিরিজ। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের জীবনে ভরপুর বারাকাহ দান করুন। সবাইকে দ্বীনের খেদমতের জন্য কবুল করুন। এই বইয়ে আরো যাদের সময়-মেধা-শ্রম মিশে আছে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রত্যেককে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বিষমে ভুগছিলেন?

আসিফ মাহমুদ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের দাবি পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে দুটো বিষয় দেখা খুব জরুরি, যথা : তার মানসিক কোনো রোগ ছিল কি না অথবা তিনি কোনোভাবে বিষমে ভুগছিলেন কি না। বিষম বলতে আসলে কী বোঝাচ্ছি? বিষম বলতে বোঝাচ্ছি—তার মনে হতো তিনি নবি, তার কাছে ঐশী বাণী আসে; কিন্তু আসলে তা না। উইলিয়াম মন্টগমেরি ওয়াটের মতো অধিকাংশ ওরিয়েন্টালিস্ট ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা বলেছিলেন’— এই সম্ভাবনাটাকে উড়িয়ে দিয়েছেন। কারণ তার জীবনী পর্যালোচনা করে তারা দেখেছেন, তিনি নিজের নবুওয়াতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন। তার আচরণে কোনোরকম ভণ্ডামি কিংবা মিথ্যাবাদিতার ছাপ ছিল না। এই জন্য যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতকে অস্বীকার করতে চান, তারা দ্বিতীয় যুক্তিটির আশ্রয় নেন যে, তিনি বিষমে ভুগছিলেন। তার ওপর মানসিক রোগে ভোগার হীন অভিযোগও তোলা হয়। কেউ বলেন, তিনি এপিলেপ্সিতে ভুগছিলেন, কেউ বলেন তিনি সিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছিলেন। রোগগুলো নিয়ে আমরা না-হয় পরে আলোচনা করব। তার আগে আমরা তার জীবন থেকে দুটো নমুনা দেখে আসি, যা প্রমাণ করে তিনি আসলে বিষমে ভুগছিলেন না।

পুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যু

মুগিরা ইবনু শুবা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় যে দিন (তার পুত্র) ইবরাহিম ইম্বিকাল করেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সবাই বলতে লাগল, ‘ইবরাহিমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে।’ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন তা দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহর কাছে দুআ করবে।’^[১]

এই ঘটনাটা একটু খেয়াল করুন। একজন মানুষ যিনি তার নবুওয়াত নিয়ে বিশ্বমে ভুগছেন, তিনি তো যেকোনো অতিপ্রাকৃত ঘটনাকেই তার নবুওয়াতের সাথে সম্পর্কিত ভাবার কথা। তিনি ভাবতেই পারতেন, তার পুত্রের মৃত্যুর দিনেই সূর্যগ্রহণ হওয়াটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না; বরং এটা তার নবুওয়াতেরই নিদর্শন, তিনি কিন্তু এমনটা ভাবেননি; বরং তিনি সূর্যগ্রহণকে আল্লাহর নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন^[২] এটা দ্বারা বোঝা যায়, তিনি মিথ্যাবাদী বা ভণ্ড তো ছিলেনই না; পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে কোনো ধরনের বিশ্বমেও ভুগছিলেন না। জীবনে যা যা ঘটছিল, প্রতিটি বিষয়েই তিনি সজাগ-সচেতন ছিলেন। তিনি নবুওয়াতের গণ্ডি বুঝতেন, বুঝিয়েতেন (রবের ক্ষমতার) ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা রাখতেন। তাহলে বিশ্বমের অভিযোগ কি মানায়?

মানুষরূপে জিবরিল

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বিশ্বমের অভিযোগ যারা আনে, তাদের একটা সাধারণ যুক্তি হলো—তার হ্যালুসিনেশন হয়েছিল। তিনি যে কুরআন শুনতেন কিংবা জিবরিল আলাইহিস সালামকে দেখতেন, সেগুলো ছিল তার দৃষ্টি ও শ্রুতিভ্রম-মাত্র। ঠিক আছে, মেনে নিলাম, কিন্তু বিপত্তি তো বাধে অন্য জায়গায়। জিবরিল আলাইহিস সালামকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাই দেখেছিলেন, এমন তো নয়; সাহাবিরাও জিবরিল আলাইহিস সালামকে দেখেছেন। ‘হাদিসু জিবরিল’ নামে একটা বিখ্যাত হাদিস আছে, যা *সহিহুল বুখারি* ও *সহিহ*

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১০৪৩

[২] *সহিহুল বুখারি* : ১০৪১

মুসলিমের ‘কিতাবুল ঈমান’ অধ্যায়ে আছে। জিবরিল আলাইহিস সালাম মানুষরূপে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে এসেছিলেন। এসে তিনি ইসলাম, ঈমান ও কিয়ামত নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলোর উত্তর দেন। তিনি চলে যাওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই আগন্তুককে জিবরিল আলাইহিস সালাম বলে সাহাবীদের কাছে পরিচয় দান করেন।^[১]

সাহাবিগণ তাকে আগে কখনো দেখেননি। সহিহ মুসলিমে এসেছে, উমার ইবনু খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হাদিস শুনিয়েছেন যে, ‘একবার আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমাদের কাছে এসে হাজির হলেন। তার পরনের কাপড় ছিল ধবধবে সাদা, মাথার চুল ছিল কালো কুচকুচে। তার ভেতরে সফরের লেশমাত্র ছিল না। আমরা কেউই তাকে চিনি না।’^[২]

এইযে সাহাবিরা জিবরিল আলাইহিস সালামকে দেখলেন, এর দ্বারা কী বোঝা যায়? জিবরিল আলাইহিস সালাম যদি কেবলই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটা ভ্রম হতো, তবে সাহাবিগণ তাকে কীভাবে দেখলেন? জিবরিল আলাইহিস সালাম আসার এই ঘটনাটা নবিজির বিষম-সংক্রান্ত দাবির বিপরীতে কাজ করে।

এখানে বলা যেতে পারে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরিল হিসেবে কাউকে সাজিয়ে এনেছিলেন। আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে যদি সচেতনভাবে কাউকে সাজিয়ে এনেই থাকেন, তবে তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়ে ভুগছিলেন অভিযোগটি বাদ পড়ে যায়। এটা তখন ‘মূলত তিনি ভণ্ড ছিলেন’ বলে যেই অভিযোগ করা হয়, নাউযুবিল্লাহ, সেই ক্যাটাগরিতে পড়ে যায়; কিন্তু সেই সংক্রান্ত অভিযোগ তো খণ্ডন করাই হয়েছে। এই হাদিসে সাহাবিগণই সেই অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, সাহাবিগণ এখানে ফিলোসফিকাল রিজনিং করেছেন।

[১] সহিহুল বুখারি : ৫০

[২] সহিহ মুসলিম : ১

আসল পরিচয় জানার আগে সাহাবিরা জিবরিল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কীভাবে চিন্তা করেছেন দেখুন—এক. তিনি আমাদের এখানকার পরিচিত কেউ হবেন। দুই. দূরবর্তী কোনো জায়গা থেকে সফর করে আসবেন।

প্রথমে তারা দেখলেন, লোকটি তাদের পরিচিত কি না। এতজন সাহাবির মধ্যে কেউ তাকে চিনল না। তার মানে তিনি ভিনদেশি কেউ হবেন। তাই এবার তারা বের করার চেষ্টা করলেন—এই লোকটি দূরের কোনো জায়গা থেকে এসেছে কি না। তারা লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলেন। কারণ দূরদেশ থেকে আসলে শরীরে ভ্রমণের চিহ্ন তো থাকার কথা, কিন্তু দেখা গেল তার পোশাক সাদা ধবধবে, মনুভূমির বালুকাময় দীর্ঘপথ ভ্রমণে ধূলিমলিন হয়নি। এমনকি তার মধ্যে সফরের কোনো ধরনের চিহ্ন—চেহারা ধূলিমলিন ভাব কিংবা ক্লাস্তির লেশমাত্র ছিল না। এই সাধারণ রিজনিং বলে দেয় যে এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে। আর সেই ব্যাখ্যাটা দিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বললেন, ‘এই আগন্তুক লোকটি হলো জিবরিল।’

এছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। মদিনার ইহুদি ও মুনাফিকরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোর শত্রু ছিল। তারা শুধু সুযোগের সন্ধানে থাকতো। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ওপর অপবাদ রচনার^[১] সামান্যতম সুযোগকে তারা যেভাবে কাজে লাগিয়েছে সেখান থেকে বোঝা যায়, নবির বিরুদ্ধে কিছু করার জন্য তারা কী পরিমাণ তৎপর ছিল। সেখানে কোনোভাবে তার নবুওয়াতের ওপর প্রশ্ন তোলার সুযোগকে কাজে লাগাতে তো তাদের একমুহূর্তও দেরি করার কথা নয়। একটা লোক জিবরিল আলাইহিস সালাম হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিগণের কাছে এসেছে, আর ফিরে যাওয়ার সময় তাকে আটকাবে না, মারধোর করে হলেও সত্য বের করে নেবে না, এটা কি সম্ভব? অথচ এমন কিছুই ঘটেনি। এটা থেকেও বোঝার কথা, আগন্তুক লোকটি জিবরিল আলাইহিস সালামই ছিলেন।

[১] বনু মুস্তালিকার যুধ থেকে ফেরার পথে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে নিয়ে একটি ঘটনা ঘটে যা ‘ইফকের ঘটনা’ নামে প্রসিদ্ধ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মদিনার ইহুদি ও মুনাফিকরা আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নামে মিথ্যে অপবাদ প্রচার করে। আল্লাহ তাআলা সুরা নূরের (১১-২০) ১০টি আয়াত নাখিল করে আশ্রয় আয়িশার পবিত্রতা ঘোষণা করেন। ধূলিস্যাৎ করে দেন ইহুদি ও মুনাফিকদের চক্রান্ত।

যা-হোক, আগস্তুক জিবরিল আলাইহিস সালাম ছিলেন কি না, তা মোটেই আমাদের আলাপের মূল বিষয়বস্তু নয়। আলাপের মূল বিষয় হলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন বিভ্রমে ও হ্যালুসিনেশনে জিবরিল আলাইহিস সালামকে দেখতেন বলে যেই ধারণাটা, সেটাকে খণ্ডন করা।

এপিলেপ্সি (Epilepsy)

মূল যে দুটো বিষয়ে আলোচনায় আসতে চাইছি, তার মধ্যে একটি হলো এপিলেপ্সি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে কয়েকটি মানসিক রোগের অভিযোগ করা হয়, তার একটি এপিলেপ্সি।

এপিলেপ্সি কী? এটা আসলে মস্তিষ্কের একটা রোগ, যা শরীরে খিঁচুনির কারণ হতে পারে। International League Against Epilepsy (ILAE) তাদের প্রকাশিত অফিসিয়াল জার্নালে এপিলেপ্সির সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে—

Epilepsy is a disorder of the brain characterized by an enduring predisposition to generate epileptic seizures, and by the neurobiologic, cognitive, psychological, and social consequences of this condition.^[১]

স্নায়ুরোগের মতো খিঁচুনি দেয়ার স্থায়ী প্রবণতা এবং এই প্রবণতার কারণে সৃষ্ট স্নায়বিক, মনস্তাত্ত্বিক, চেতনসম্বন্ধীয় ও সামাজিক পরিণতিকেই এপিলেপ্সি বলা হয়।

এই জার্নালে আরো বলা হয়, এপিলেপ্সি হতে হলে অন্তত ২৪ ঘণ্টার বেশি ব্যবধানে দুইবার খিঁচুনি (seizure) হতে হবে, যা ২০০৫ সালের রিপোর্টের সংজ্ঞায় আবশ্যিক লক্ষণ হিসেবে বলা হয়, কিন্তু ২০১৪ সালের রিপোর্টে এই সংজ্ঞাকে একটু সংশোধন করা হয়। বলা হয়—একটা খিঁচুনি হলেও সেটা এপিলেপ্সি হতে পারে, যদি অন্যান্য ফ্যাক্টর—স্ট্রোক, উচ্চ রিকারেন্স রিস্ক (৬০% এর অধিক) থাকে। এখানে বোঝার বিষয় হলো, এই খিঁচুনি কিন্তু কোনো কিছু দ্বারা উদ্দীপ্ত (provoked) হতে পারবে না। অর্থাৎ, কোনো একটা প্রোভোকেটিভ ফ্যাক্টর, যেমন : মদ পরিত্যাগ পরবর্তী পরিস্থিতি কিংবা রক্তে সুগার কমে যাওয়ার ফলাফল হিসেবে হতে পারবে না।

[১] <https://www.ilae.org/files/ilaeGuideline/Definition2014.pdf>

এপিলেপ্সি হতে হলে সেটাকে হতে হবে ‘unprovoked seizure’. এপিলেপ্সির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটেও এই একই কথাগুলো প্রতিধ্বনি হচ্ছে।

A person is diagnosed with epilepsy if they have two unprovoked seizures (or one unprovoked seizure with the likelihood of more) that were not caused by some known and reversible medical condition like alcohol withdrawal or extremely low blood sugar.^[১]

মদ ছেড়ে দেওয়ার পরবর্তী অবস্থা কিংবা নিম্ন ব্লাড সুগারের মতো পরিচিত ও অস্থিতিশীল মেডিকেল কন্ডিশন ব্যতীত কোনো ব্যক্তির দুটি আনপ্রোভোকড বা উদ্দীপ্তকারী কারণহীন ঝিঁচুনি (কিংবা পরবর্তী সময়ে আরো বেশি হওয়ার আশঙ্কাসহ একটি ঝিঁচুনি) হলে সেই ব্যক্তির এপিলেপ্সি আছে বলে চিহ্নিত করা হবে।

এপিলেপ্সির ঝিঁচুনি দেখে এটাকে শারীরিক রোগ মনে হলেও এর জন্ম আসলে মস্তিষ্কে। এই ঝিঁচুনি হয় মস্তিষ্কে ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জের কারণে।^[২] একটা বিষয় বলা জরুরি। বাংলায় এপিলেপ্সিকে মৃগীরোগ বলা হলেও এটা কিন্তু খাসভাবে কোনো মৃগীরোগ না। এপিলেপ্সি আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মূল আলোচনায় ঢোকা যাক। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এপিলেপ্সিতে ভোগার যে অভিযোগ করা হয়, তা সর্বপ্রথম করেন অষ্টম শতকে বাইজেন্টাইনের খ্রিস্টান ঐতিহাসিক থিওফেনস। টেমকিন তার *The Falling Sickness* বইয়ে থিওফেনস থেকে শুরু করে বিভিন্ন গ্রিক ঐতিহাসিকের মতামত উল্লেখ করেছেন, যারা মনে করত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এপিলেপ্সিতে আক্রান্ত।^[৩] এ ছাড়া খ্রিস্টান পাদরি হামফ্রে প্রিডাও, ওরিয়েন্টালিস্ট উইলিয়াম মুইর—এরা দাবি করেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু এপিলেপ্সিতে আক্রান্তই ছিলেন না; বরং তিনি তার এপিলেপ্সির লক্ষণগুলোকে

[১] <https://www.epilepsy.com/learn/about-epilepsy-basics/what-epilepsy>

[২] <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy>

[৩] Temkin, O., 1994. *The Falling Sickness: History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern Neurology* (Vol. 4). JHU Press.

ফেরেশতার ওহি নিয়ে আগমন বলে চালিয়েছেন। পূর্ববর্তীদের এসব আলোচনা সামনে রেখে নিউরোলজিস্ট লেনক্স ও ফ্রিমন নিজ নিজ মেডিকেল রিসার্চ প্রকাশ করেন, যেখানে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এপিলেপ্টিক দাবি করেন।^{[১][২]}

অবশ্য গিবন, কার্লাইল ও অন্যরা কিছু কিছু দাবি খণ্ডনও করেন।^{[৩][৪]}

ফ্রিমনের প্রকাশিত রিসার্চটাকে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করব। কারণ তিনি এই বিষয়ে পূর্ববর্তী সবার আলোচনাকে এক জয়গাতে সন্নিবেশিত করেছেন এবং তিনি একজন নিউরোলজিস্ট ছিলেন।

জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দুটো এপ্রোচ নেবো। ঐতিহাসিক দাবিগুলো ইতিহাসের বই ও একাডেমিকদের পর্যালোচনার আলোকে খণ্ডন করব। আর নিউরোলজিস্টদের দাবিগুলো খণ্ডনের জন্য নির্ভর করব বর্তমান সময়ের নিউরোলজিস্টদের ওপরে। এপিলেপ্সির লক্ষণ কী কী আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এপিলেপ্সির রোগী বলা যায় কি না, এই বিষয়ে কিছু রিসার্চ হয়েছে। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো, পাকিস্তানের ন্যাশনাল এপিলেপ্সি সেন্টারের রিসার্চটি^[৫] তাদের মতামত আমি তুলে ধরব। অথোরিটি বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। নিউরোলজিস্টদের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর করবেন আরেকজন নিউরোলজিস্ট। এটাই নিয়ম। আমি আরো উদ্ভূত করব আরেকজন এপিলেপ্টোলজিস্ট ড. আব্দুর রহমানকে। তিনি যেহেতু এই বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ ও একাডেমিক, তাই মেডিকেলের বিষয়গুলোতে আমি তার

[১] Lennox WG, Lennox-Buchthal MA. *Epilepsy and Related Disorders*. Little, Brown; 1960.

[২] Freeman FR. 'A Differential Diagnosis of the Inspirational Spells of Muhammad the Prophet of Islam.' *Epilepsia* 1976; [17:423-7] [<https://cutt.ly/Cb1y1EU>]

[৩] Gibbon E, Milman D, Guizot M, Smith W, editors. *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. 8th ed. London: John Murray; 1887. Page. 259. Available from: <https://cutt.ly/Lb9XPdz>

[৪] Carlyle T. *Heroes, Hero worship and the Heroic in history*.

[৫] Aziz H. Did Prophet Mohammad (PBUH) have epilepsy? A neurological analysis. *Epilepsy & Behavior*. 2020 Feb 1;103:106654. Available from: <https://cutt.ly/Sb1QAAq>

ব্যাখ্যাগুলোই উদ্ভূত করার চেষ্টা করব।^[১]

থিওফেন্স (Theophanes)

টেমকিন তার বইয়ে অষ্টম শতকের খ্রিষ্টান পাদরি ও ঐতিহাসিক থিওফেন্সের লেখা উদ্ভূত করেন। থিওফেন্স তার লেখায় বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবসা করতে গিয়ে ইহুদি ও খ্রিষ্টান পাদরিদের কাছ থেকে কিছু বিষয়াদি শিখেছিলেন এবং সেগুলোই পরবর্তী সময়ে প্রচার করা শুরু করেন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকপটুতা দিয়ে খাদিজা রায়িয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেন তার সম্পদের জন্য। তিনি আরো বলেন—

He had an epileptic seizure, and when his wife noticed this she became very distressed, for she was noble and had now been joined to a man who was not only helpless but epileptic as well. He turned to conciliating her, saying, "I see a vision of the angel known as Gabriel, and faint and fall because I cannot bear up under the sight of him." Khadija consulted an exiled monk who confirmed, "He has spoken the truth, for this angel is sent to all prophets."^[২]

তার একটি এপিলেপ্টিক খিঁচুনি হয়েছিল। এটি দেখে স্ত্রী খাদিজা অত্যন্ত বেদনাহত হন। কারণ অভিজাত ও উন্নতচরিত্রা খাদিজা এমন একজনকে বিয়ে করেছেন যিনি শুধু অসহায়ই নন বরং এপিলেপ্টিকও। নিজের স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তখন তিনি বলেন, 'আমি ফেরেশতা জিবরিলকে দেখতে পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছি। কারণ তার সামনে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না।' খাদিজা একজন নির্বাসিত সাধুর সাথে পরামর্শ করলেন। সেই সাধু তাকে বললেন যে এটা সত্য। সকল নবির কাছে এই ফেরেশতাকেই প্রেরণ করা হয়।

এই অনুচ্ছেদে থিওফেন্স মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম ওহি

[১] 'Neurologist debunks ex-Muslim!' [Epilepsy Argument Deflated] Watch on: <https://cutt.ly/Tb9XYpM>

[২] Theophanes. *Anni Mundi* 6095–6305, A.D. 602–813 (The Middle Ages) Trans Turtledove H., *The Chronicle of Theophanes*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press; 1982; 34–5. <https://bit.ly/2S6Uxfo>

পাওয়ার ঘটনাকে এপিলেপ্সি বলে চালিয়েছেন। তিনি এটাও বলেছেন, খাদিজা তার রোগ সম্পর্কে জানতেন এবং এ নিয়ে দুঃখও পেতেন। তার এই বর্ণনা কোনোরকম যাচাই-বাছাই ব্যতিরেকে পরবর্তী সময়ে ওরিয়েন্টালিস্টরা তাদের লেখায় অবলীলায় ব্যবহার করেছেন।

প্রথমেই আসি বাণিজ্য করতে গিয়ে খ্রিষ্টান ও ইহুদি পাদরিদের কাছে ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভের ব্যাপারে। এই ব্যাপারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে দুটো ঘটনা পাওয়া যায়। একটা হলো, আবু তালিবের সাথে ব্যবসা করতে গিয়ে পাদরি বাহিরার ঘটনা। আর অন্যটা হলো, খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাফেলার দায়িত্ব নিয়ে বাণিজ্য করতে যাওয়ার ঘটনা।

পাদরি বাহিরার ঘটনাটা এরকম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারো কিংবা নয় বছর বয়সে চাচা আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বসরা শহরে তারা বিশ্রামের জন্য বসেন। এই সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে বাহিরা নামের একজন পাদরি গির্জা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তিনি বালক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আখেরি নবি বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আসার পথে গাছপালা এবং সব পাথরকে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিদ্ধা করতে দেখেছেন। এ ছাড়াও তার কাঁধে নবুওয়াতের সিল-মোহর দেখে তিনি এই বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হয়েছেন। বাহিরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে, তাকে সিরিয়ায় না নিয়ে মক্কায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বলেন এবং তা-ই করা হয়।

এই বর্ণনাকে ব্যবহার করে কিছু ওরিয়েন্টালিস্ট দাবি করেন, বাহিরার সঙ্গে এই সাক্ষাতেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্ম সম্পর্কে জেনেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে কুরআন রচনা করেছিলেন সেই জ্ঞান দিয়েই। উক্ত বর্ণনার ব্যাপারে সিরাত রচয়িতা ও মুহাদ্দিসদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। শাইখুল হাদিস আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, পাদরি বাহিরার বর্ণনা সন্দেহযুক্ত।^[১] শাইখ আবুল হাসান আলি নদভি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, ‘শিবলি নুমানি রাহিমাহুল্লাহ সীরাতুলনবীতে লিখেছেন, ইমাম তিরমিযি এই হাদিসকে

[১] আর রাহিকুল মাখতুম, তাওহীদ পাবলিকেশনস, পৃষ্ঠা : ৮৬

‘হাসান গরিব’ বলেছেন। হাদিসের রাবিদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনু গায়ওয়ানের নাম পাওয়া যায়, যার সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। ইমাম যাহাবি বলেন, সে মুনকার হাদিস বর্ণনা করে থাকে। আর তার মধ্যে সবচেয়ে মুনকার হাদিস সেটা, যেটাতে বাহিরার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।^[১]

তবে ঘটনাটি বিখ্যাত সিরাতের কিতাব *সিরাতু ইবনি হিশামে* এসেছে। *মুখতাসারুস সিরাতেও* বর্ণনা এসেছে। এটাকে আমরা বিশুদ্ধ বর্ণনা ধরে নিয়ে থিওফেন্স এবং ওরিয়েন্টালিস্টদের অভিযোগ পর্যালোচনা করব। প্রথমত, তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স নয় কিংবা বারো যা-ই ধরি না কেন, সেই বয়সকে ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে শিখে ফেলা অথবা বাইবেল-তাওরাত শুনে শিখে ফেলার জন্য যথেষ্ট মনে করা যায় না। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই, তাহলে কতটুকু সময়ে? ঘণ্টাখানেক? অর্ধদিন?^[২] এই এতটুকুন সময়ের মধ্যেই বিশাল কুরআন রচনা ও হাদিস বর্ণনার জন্য প্রয়োজনীয় সব শিখে ফেলা সম্ভব? কোনোভাবেই কি সম্ভব? নিতান্তই শিশু কিংবা বিকৃতমস্তিষ্ক ছাড়া কেউ এমন কথা বলবে না। আরেকটা বিষয় হলো, তখনো বাইবেল ও তাওরাত আরবিতে অনূদিত হয়নি। সেগুলো সব ছিল হিব্রুতে। আর তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিব্রু তো দূরে থাক, আরবিও লিখতে-পড়তে জানতেন না।^[৩] তাহলে তিনি বাহিরার কাছ থেকে কীভাবে শিখলেন? আর তা প্রায় ৩০ বছর পর প্রচার করা শুরু করেন! এত দিন কি তার মনে থাকার কথা? সেই সাথে সেই বারো বছরের বালক খুবই অল্প কিছু সময়ে বাহিরার কাছ থেকে যা শিখেছিল, তার মধ্যকার

[১] নবীয়ে রহমত, সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি রাহিমাঃল্লাহ, মুহাম্মাদ ব্রাদার্স পাবলিকেশনস, পৃষ্ঠা : ১১৫

[২] পাদরির সাথে কিশোর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল। ইবনু হিশামের গ্রন্থে এসেছে, ‘বহিরা বলেন, ‘...আপনি আপনার এই ভাতিজাকে নিয়ে দেশে ফিরে যান... যদি চিনতে পারে তাহলে তারা (ইহুদিরা) ওর ক্ষতি সাধনের চেষ্টা না করে ছাড়বে না...’ আবু তালিব তাকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন এবং সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফরের সমাপ্তি টেনে মক্কায় উপনীত হলেন।’ [সীরাতুন নবী (সা.), ইবনু হিশাম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]; এছাড়া *জামি তিরমিফি*-এর হাদিসেও এসেছে, ‘পাদরি আবু তালিবকে অবিরতভাবে আল্লাহ তাআলার নামে শপথ করে তাকে সুদেশে ফেরত পাঠাতে বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আবু তালিব নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (মক্কায়) ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।’ (হাদিস ৩৬২০)—সম্পাদক।

[৩] সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, পৃষ্ঠা : ৭১, হাদীছ ফাউন্ডেশন।

ভুলগুলো কীভাবে সংশোধন করল?^[১] শুধু আকিদা নয়, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিতেও কুরআন বাইবেলের চেয়ে অনেক এগিয়ে এবং বহুক্ষেত্রে বাইবেলকে বরণ সংশোধন করেছে।^[২]

সুতরাং, এইসব প্রমাণাদি সামনে রেখে কোনোভাবেই বলা যায় না, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিরার কাছ থেকে এগুলো শিখেছিলেন। এ ছাড়া যারা বাহিরার ঘটনাটি উদ্ভূত করেন, তারা বাহিরা যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আখেরি নবি বলেছিলেন^[৩]—এটাকে খুব সচেতনভাবে এড়িয়ে যান। কেন? একই বর্ণনার কিছু অংশ নিয়ে যেই নবুওয়াতকে প্রশ্নবিন্ধ করা হচ্ছে, অপর অংশ নিয়ে সেই নবুওয়াতের দাবিকে তো আরো মজবুতও করা যায়!

পাদরি-সংক্রান্ত দ্বিতীয় ঘটনাটা খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরিয়া গমনের সাথে জড়িত। সেখানে যাওয়ার সময় খাদিজার দাসী মাইসারা তার সাথে ছিল। ইবনু ইসহাক বিনা সনদে একটা বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সিরিয়ার পথে এক জায়গায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা গাছের নিচে বিশ্রাম করছিলেন। তখন এক পাদরি এসে মাইসারাকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে বলে, তিনি হারামের অধিবাসী কুরাইশ বংশের একজন ব্যক্তি। পাদরি তখন তাকে বলে, ‘এই গাছের নিচে নবি ছাড়া আর কেউ কখনো বসেনি।’^[৪] এই ঘটনাটাকে ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত *সীরাতুর রাসূল (ছা.)* গ্রন্থে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^[৫] ভিত্তিহীন যদি না-ও হয়, এই বর্ণনা থেকে কী প্রমাণিত হয়? সেই পাদরির সঙ্গে তো মাইসারার কথোপকথন হয়েছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তো আর হয়নি। তাহলে এই বর্ণনাটা নিয়ে তো আর প্রশ্ন থাকার কথা না।

[১] ‘200+ way the Quran corrects the Bible: How Islam Unites Judaism and Christianity by Mohammed Ghounem.’ <https://cutt.ly/1b0kV9y>

[২] The Bible, the Qu’ran and Science: The Holy Scriptures Examined in the Light of Modern Knowledge by Dr. Maurice Bucaille.

[৩] *সীরাতুন নবী (সা.)*, ইবনু হিশাম, খণ্ড: ১, ‘বাহিরার ঘটনা’, পৃষ্ঠা : ১৭১-১৭৪।—সম্পাদক

[৪] *সীরাতুন নবি (সা.)*, ইবনু হিশাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৭৭

[৫] *সীরাতুর রাসূল (ছা.)*, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, হাদীছ ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা : ৭৬

এর বাইরে আর কাদের থেকে তাওরাত-ইঞ্জিল সম্পর্কে জানা সম্ভব? মদিনার ইহুদিদের থেকে? তাহলে মদিনায় যাওয়ার আগে তেরো বছর ধরে কুরআন কীভাবে তিলাওয়াত করতেন তিনি? মক্কায় তো কোনো ইহুদি ছিল না। খ্রিষ্টান ছিল খুবই কম। স্বকলার পর্যায়ের ধরলে ওয়ারাকা বিন নওফেলের কথা বলা যায়। কেউ কেউ বলে থাকেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ারাকা থেকে এসব শিখেছেন। অথচ প্রথম নবুওয়াত পাওয়ার পর ওয়ারাকার কাছে যখন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে যান, তখনকার ঘটনা পড়লে এই দাবি ভিত্তিহীন মনে হবে। সেদিন ওয়ারাকা তাকে নবি হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং তার কাছে আসা ফেরেশতা জিবরিল আলাইহিস সালাম যে অন্যান্য নবিগণের কাছে এসেছিলেন, সেটাও জানান। তিনি এটাও বলেছিলেন, মক্কার লোকেরা তাকে বের করে দেবে। বেঁচে থাকলে সেদিন তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহায়তা করতেন বলে আশাও পোষণ করেন, কিন্তু তখন ওয়ারাকা বৃন্দ ও অশ্ব হয়ে গিয়েছিলেন।^[১] এই লোকটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু শেখানোর পরিস্থিতিতে ছিলেন কি না, তা সচেতন পাঠক-মাত্রই বুঝবেন। তাছাড়া ওয়ারাকা নিজেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবি বলে মনে করতেন, তাহলে তিনি একজন নবিকে কী শিক্ষা দেবেন? এমনকি ওয়ারাকা বেশি সময়ও পাননি। প্রকাশ্যে দাওয়াত শুরু হওয়ার আগেই ওয়ারাকা মৃত্যুবরণ করেন। তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ারাকার কাছ থেকে কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন—এই দাবি পুরো অবাস্তর।^[২]

এবার আসি, থিওফেন্সের দ্বিতীয় দাবিটাতে। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরিদ্র ও অনাথ ছিলেন বলে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বাকপটুতা দিয়ে মুগ্ধ করে বিয়ে করে তার অটেল সম্পদের মালিক হন। এটা ইতিহাস নিয়ে সুস্পষ্ট মিথ্যাচার। আর একজন খ্রিষ্টান পাদরি হয়ে ইসলামের বিরোধিতা করতে গিয়ে মিথ্যাচার করাটা অস্বাভাবিক নয়। প্রথমত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

[১] আর রাহিকুল মাখতুম, তাওহীদ পাবলিকেশনস, পৃষ্ঠা : ৯৬

[২] ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ওয়ারাকার কাছ থেকে সব শিখেছিলেন?’ <https://cutt.ly/ib4hhAO>

আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোটেও হতদরিদ্র ছিলেন না।^[১] তিনি ব্যবসা করতেন এবং উচ্চবংশীয় ছিলেন। পাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন। দ্বিতীয়ত, খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে তিনি বাকপটুতা দিয়ে মুঞ্চ করেননি; এ ধরনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং তার আমানতদারিতা ও সততার কারণে খাদিজার মুঞ্চতার পক্ষে প্রমাণ আছে।^[২] তৃতীয়ত, খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে তিনি বিয়ের প্রস্তাব দেননি; খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহাই বরং নিজের সহচারী মারফত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।^[৩] তাই থিওফেন্সের করা এই দাবি নির্জলা মিথ্যাচার ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

থিওফেন্সের তৃতীয় দাবিটা ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এপিলেপ্সির কারণে খিচুনি হয়েছিল এবং খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা এটা দেখলেন আর দুঃখিত হলেন। এই বর্ণনার রেফারেন্স কী? কোন উৎস থেকে তিনি এটা জেনেছেন? আর কী দেখেই বা তিনি বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এপিলেপ্সির খিচুনি হয়েছিল? আসলে এটা একটা সচেতন মিথ্যাচার। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফেরেশতা এসেছিলেন হেরা গুহায়, সেখানে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন না। আর সেখানে কোনো খিচুনিও হয়নি। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন তিনি কাঁপছিলেন। থিওফেন্স সাহেব বোধহয় খিচুনি আর কাঁপুনি এই দুয়ের মাঝে তফাত জানতেন না। যা-হোক, এই বর্ণনায় থিওফেন্স বলেছেন—খাদিজা বুঝে গিয়েছিলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এপিলেপ্টিক, কিন্তু এর ঠিক পরেই তিনি কি বললেন জানেন?

‘এই মিথ্যা নবির কথা তিনিই প্রথম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুহাম্মদের ওপর ঈমান এনেছিলেন। তিনি তার গোত্রের অন্যান্য নারীদেরও বলেছিলেন যে মুহাম্মদ একজন নবি।’

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা জানতেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[১] ‘রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজাকে বিশটি তরুণ উট মোহরানা হিসাবে দিয়েছিলেন।’ [সীরাতুন নবী (সা), ইবনু হিশাম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৮]—সম্পাদক

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৭৭—সম্পাদক

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৭৮—সম্পাদক

এপিলেপ্টিক। এটা জেনে তিনি দুঃখ পেলেন। আবার তিনি এই এপিলেপ্টিক মানুষটার ফেরেশতা দেখার গল্প বিশ্বাস করে মুসলিম হয়ে সেই গল্প প্রচারে লেগে গেলেন? কীসব সাংঘর্ষিক কথাবার্তা! আসলে মানুষ যখন মিথ্যাচার করে, তখন সে পরস্পর সাংঘর্ষিক কথাবার্তা বলে ফেলে, নিজেরই ঠিক থাকে না, একটু আগে কী বলেছে! এই পর্যন্ত আলোচনা থেকে এটা মূলত স্পষ্ট যে, থিওফেস ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষের জায়গা থেকে ইতিহাস নিয়ে ইচ্ছা করে মিথ্যাচার করেছেন, সত্য-মিথ্যা মিশিয়েছেন, মনগড়া অভিযোগ এনেছেন। এগুলোর পেছনে যৌক্তিক এবং ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই।

হামফ্রে প্রিডাও (Humphrey Prideaux)

প্রিডাও ছিলেন একজন খ্রিষ্টান পাদরি, নরউইচের প্রধান গির্জার ডিন ছিলেন তিনি। তিনি একজন ওরিয়েন্টালিস্টও ছিলেন। নিজের বইয়ে ৪৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন—

And whereas he was subject to the falling sickness, whenever the Fit was upon him, he pretended it to be a Trance, and that then the Angel Gabriel was come from God with some new revelations.^[১]

আর তিনি যেহেতু এই অসুস্থতায় আক্রান্ত ছিলেন, খিঁচুনি শুরু হলে তিনি ভান করতেন যে তিনি ঘোরের মধ্যে রয়েছেন আর এই সময়েই ফেরেশতা জিবরিল কোনো নতুন ওহি নিয়ে এসেছেন।

প্রিডাও তার লেখায় রেফারেন্স টেনেছেন বাইজেন্টাইন ঐতিহাসিক ও খ্রিষ্টান পাদরি থিওফেস, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারক ও সম্রাটের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি জন জোনারাস, চার্চ ঐতিহাসিক-সহ খ্রিষ্টান জোহান হেনরি হটিংগার প্রমুখ ব্যক্তিদের।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিট হয়ে পড়ে যাওয়ার ঘটনা কোনো

[১] Prideaux H. *The true nature of imposture fully displayed in the life of Mahomet*. London: Printed for E. Curll, J. Hooke, W. Mears and F. Clay; 1723:16. Available from: <https://bit.ly/3tY31mw>